প্রশ্ন: শিক্ষা কী? শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখো। শিক্ষার সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা কর।

❖ শিক্ষা কী ?

শিক্ষা হল একটি আচরনগত পরিবর্তন। কার্যকর শিক্ষা একটি শেখার অভিজ্ঞতা। শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শেখার সুবিধা বা জ্ঞান, দক্ষতা, মান, বিশ্বাস, এবং অভ্যাস অর্জন করা যায়। শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- গল্প, আলোচনা, শিক্ষণ, এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ অঞ্চলে, শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট বয়সের জন্য বাধ্যতামূলক।

অতএব, শিক্ষা হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য, কৃষ্টি জাগ্রত হয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সংহত হয়ে ওঠে তাকেই বলে শিক্ষা।

❖ শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :-

বাংলা ‘শিক্ষা’ শব্দটি সংস্কৃত ধাতু ‘শাস’ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল শাসন করা। শিক্ষা শব্দটির সমার্থক শব্দ ‘বিদ্যা’ সংস্কৃত ধাতু ‘বিদ’ থেকে এসেছে, যার অর্থ হল ‘জানা’ বা ‘জ্ঞান’ অর্জন করা’।

শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education শব্দটির উৎস কয়েকটি ল্যাটিন শব্দ থেকে। ‘Educere’ —To lead out,অর্থ্যাৎ ভেতর থেকে বাইরে আনা। ‘Educare’ —To bring up,অর্থ্যাৎ প্রতিপালন করা বা পরিচর্যা কর। ‘Educatum’ — The act of training, অর্থ্যাৎ প্রশিক্ষণ

দেওয়া।

Joseph Twadell Shipley (জোসেফ টোয়াডেল শিপলি) তাঁর Dictionary of word origins বই-এ লিখেছেন Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' এবং 'Duccrduc' শব্দগুলো থেকে। যার শাব্দিক অর্থ হল যথাক্রমে বের করা,পথ প্রদর্শন করা। আর একটু ব্যাপক অর্থে তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা।

❖ শিক্ষার সংজ্ঞা :-

★প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের ধারণায় শিক্ষা :-

1.উপনিষদে আছে– শিক্ষা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে তোলে।

2.ঋগবেদে অনুযায়ী– শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মত্যাগী করে তোলে।

3.কৌটিল্যের মতে– শিক্ষা হল শিশুকে দেশ বা জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কৌশল।

4.শঙ্করাচার্যের মতে– আত্মজ্ঞান লাভই হল শিক্ষা।

★আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাবিদগণের মতানুযায়ী শিক্ষা :-

1."তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে"–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

2.ব্যক্তির দেহ , মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস। –গান্ধিজী

3.মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা। –স্বামী বিবেকানন্দ।

4.মানুষ যে বিকাশমান আত্মসত্তার অধিকারী তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করার যে প্রচেষ্টা তাই হল শিক্ষা। –ঋষি অরবিন্দ।

★পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণের মতানুযায়ী শিক্ষা :-

1.শিক্ষার্থীদের দেহ মনের বিকাশ সাধন এবং তার মাধ্যমে জীবনের মাধুর্য ও সত্য উপলব্ধিকরণ। — অ্যারিস্টটল।

2.শিক্ষা হল শিশুর স্বতস্ফুর্ত আত্মবিকাশ, যা মানব সমাজে সকল কৃত্রিমতা বর্জিত একজন স্বাভাবিক মানুষ তৈরীতে সহায়ক। — রুশো।

3.শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবন-যাপনের প্রক্রিয়া। — জন ডিউই।

4.শিক্ষা হল শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী দেহ মনের সার্বিক বিকাশের সহায়ক প্রক্রিয়া। — প্লেটো।

5.শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার উন্মেষ সাধন। — ফ্রয়োবেল।

❖ শিক্ষার প্রকৃতি

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যে উপাদানটি মানবসভ্যতার

প্রয়োজন তা হল শিক্ষা। শিক্ষালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল অন্ধকার থেকে আলোর পথে অবতারণ। সাধারণত শিক্ষা বলতে জ্ঞান এবং সুনিপুণ কাজের দক্ষতাকেই আমরা বুঝে থাকি শিক্ষা মানুষের সম্ভাবনার দ্বারকে খুলে দেয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন, “তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা এনে দাও আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব”। এ থেকে বোঝা যায় শিক্ষিত সমাজ গঠনে মা এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কেননা সন্তান তার মা এর কাছ থেকে সর্বপ্রথম শিক্ষা লাভ করে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল মানুষ তৈরির শিক্ষা কিন্তু আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা পরিগণিত হল বস্তুমুখী শিক্ষায়। শিক্ষার প্রকৃতি নিম্নে বিবৃতি করার পূর্বে এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে মাথায় রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে 'Education' বা শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়টি মূলত এসেছিল 1917 - 19 এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে। অতএব, শিক্ষার বিভিন্ন প্রকৃতিগুলো হল—

১. শিক্ষা জীবনব্যাপী (Education is life long): মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের উক্তিটি গ্রহণযোগ্য যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল ধারায় শিক্ষা চলে বলেইশিক্ষা জীবনব্যাপী।

২. শিক্ষা ধারাবাহিক (Education is systematic): জানা থেকে অজানা, সরল থেকে জটিল এই লক্ষকে সামনে রেখে শিক্ষা অবিচল ধারায় ক্রমবর্ধমান শিক্ষার পরবর্তী স্তর

পূর্ববর্তী স্তরের উপর নির্ভর করেই অগ্রসরমুখী হয়।

৩. শিক্ষা ব্যক্তি এবং সমাজের বিকাশ ঘটায় (Education helps to develops individual and society): শিক্ষা এমন একটি চালিকা শক্তি যা শুধু একক ব্যক্তিকেই নয় বরং সমাজকেও বিকাশের দিকে ধাবিত হতে সহায়তা করে। কেননা ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি বিদ্যমান।

৪. শিক্ষা আচরণের পরিমার্জনা ঘটায় (Education helps to modify behaviour): ব্যক্তির আচরণ শিক্ষার দ্বারাই প্রভাবিত হয় ফলে সে তার আচরণের পরিমার্জনা ঘটাতে সক্ষম হয়।

5. শিক্ষা উদ্দেশ্যমূখী- (Education is purposive): শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হিয়, সেই লক্ষ্য সমাজকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যাই হোক না কেন।

৬. শিক্ষা হল প্রশিক্ষণ (Education is a training): মানসিক , ইন্দ্রিয়মূলক , আচরণগত বিভিন্ন। দক্ষতার উন্মেষ সাধনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং শিক্ষার মাধ্যমেই এই প্রশিক্ষণ পূর্ণ করা সম্ভব।

৭. শিক্ষা হল নির্দেশদান এবং দিক্ নির্ণয়ের প্রতীক (Education is the symbol of instruction and direction): শিক্ষা ব্যক্তিকে সঠিক নির্দেশ দান ও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে।

৮. শিক্ষা হল জীবন (Education if life): সার্থকভাবে

জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার কারণ শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভবপর হয়ে থাকে।

৯. শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার প্রতিনিয়ত পুনর্গঠন (Education is the continuous reconstruction of expreiences): জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাঙ্খিত হতেও পারে নাও, হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা হল এমন একটি বিষয় যার দ্বারা ভবিষ্যৎমুখী অভিজ্ঞতা যাতে কাঙ্খিত হয় সেদিকে পুনর্গঠন করা সম্ভবপর হয়।

১০. শিক্ষা ব্যক্তিকে অভিযোজনে সহায়তা করে (Education helps in individual adjustment): ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য বোঝা যায় অভিযোজনের ভিত্তিতে শিক্ষাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনমুখী বিশ্বে সার্থক অভিযোজনের পথ সুগম ও প্রশস্ত করে তোলে।

১১. শিক্ষা হল ভারসাম্যমুখী বিকাশ (Education is balanced development): প্রতিনিয়ত চলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় ব্যক্তিকে সম্মুখীন হতে হয় অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার এবং সেই সমস্ত ঘটায়, শিক্ষাই ব্যক্তিকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে থাকে।

১২. শিক্ষা গতিশীল (Education is dynamic): শিক্ষা অবিচল নয় গতিশীল। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকেও পরিবর্তনমুখী করতে সক্ষম হয়।

১৩. শিক্ষা দ্বিমুখী নয় ত্রিমুখী (Education is not bipolar but tripolar): শিক্ষক - শিক্ষার্থী এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়াটি জন

এডামসের দ্বারা বিকৃত। অপরদিকে জন ডিউইর মতে শিক্ষা হল ত্রিমুখী। এই ত্রিমুখী ধারণাই আধুনিক শিক্ষায় মূল কেন্দ্রীভূত বিষয়। এগুলো হলো সমাজ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

১৪. শিক্ষা হল বিকাশ (Education is development): বিকাশ হল বহুমুখী একটি ধারণা। যেমন, সামাজিক বিকাশ, দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, নান্দনিক বিকাশ, ভায়াগত বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ইত্যাদি। শিক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত প্রকার বিকাশের পরিমাণগত ও গুণগত দিকগুলো অর্জন করা যায়।

১৫. শিক্ষা সামাজিক (Education is social): সামাজিক পরিবেশেই সকল শিক্ষা সংঘটিত হয়। সমাজ বহির্ভূত পরিবেশে শিক্ষা কখনও সম্ভব হতে পারে না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়কারীর ক্ষেত্রই হল সামাজিক পরিবেশ। অভিজ্ঞতা সমাজ নির্ভর তাই শিক্ষা প্রক্রিয়াও সামাজিক।

★★উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে শিক্ষার প্রকৃতি ক্রমপরিবর্তনশীল এবং পরিমার্জনশীল। শিক্ষার এই গতিশীলতাই শিক্ষাকে একটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয় হিসাবে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

❖ শিক্ষার পরিধি (Scope of Education):

এই পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাস অতি প্রাচীন পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে মানুষ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় অবধি মানুষের ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয়েছে তার

পূর্ব অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার প্রক্রিয়া দ্বারা। আর এই কার্যের সুসম্পন্নকরণ সম্ভবপর হয়েছে শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষার পরিধিকে ত্রিবিধ মূল ধারার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তা হল নিম্নরূপ— (ক)জ্ঞানের সংরক্ষণ (খ) জ্ঞানের উন্নয়ন (গ) জ্ঞানের সঞ্চালন।

ক. জ্ঞানের সংরক্ষণ: বর্তমানে মানবসমাজে যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তা সম্ভবপর হয়েছে অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার বংশপরম্পরায় মানুষ পেয়েছে বলে। মানুষ এর জ্ঞান ভাণ্ডার সময়ের সাথে সাথে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষ এর জ্ঞান প্রাচীন মধ্য বর্তমানে যুগের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন স্থাপন করতে পেরেছে এবং জ্ঞান এর পরিধি বিপুল পরিমাত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পূর্ণ ব্যাপার সম্ভবপর হয়েছ শিক্ষার হাত ধরেই। শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে পেরেছে। ফলে শিক্ষার পরিধি ক্রমউত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ. জ্ঞানের উন্নয়ন: শিক্ষার পরিধি সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এর কারণ হল যে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে তার জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে। মানুষের চাহিদা, কৌতুহল, অনুরাগ, প্রেষণা, সৃজনক্ষমতা, বুদ্ধি ইত্যাদি মানুষকে জ্ঞানের ক্রমউন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করেছে। তাই শিক্ষার হাত। ধরে মানুষের জ্ঞানের প্রভূত পরিমাণে উন্নয়ন ঘটেছে। শিক্ষার দ্বারা শুধু জ্ঞানের বিস্ফোরণ নয় হয়েছে। অস্বাভাবিক উন্নয়নও হয়েছে তাই মানুষ তার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অতীতের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে ক্রম উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে।

গ. জ্ঞানের সঞ্চালন: সমাজে মানুষের জ্ঞান অর্জন জ্ঞানের সংরক্ষণ, জ্ঞানের উন্নয়ন এ সমস্ত কিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়ত যদি শিক্ষার দ্বারা অতীতের জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন না করা যেত বলেই জ্ঞানের এই সঞ্চালন দ্বারা ব্যক্তি জীবন ও সমাজজীবনকে অগ্রসর করে সম্ভবপর হয়েছে। তাই শিক্ষার হাত ধরেই মানব সভ্যতা ক্রমউন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

উপরিউক্ত তিনটি বিষয় থেকে একথা উপলব্ধি করা যায় শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত ক্রমবর্ধর্মান এবং তা সম্ভবপর হয়েছে শিক্ষার সারগ্রাহী প্রবণতা এর জন্য বর্তমানে শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। শিক্ষা বর্তমানে একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে পরিগণিত হয়েছে এবং এর পিছনে মূল কারণ হল শিক্ষা প্রায় সমস্ত বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে এবং এই কারণে শিক্ষার পরিধি বর্তমানে Multi disciplinary হয়ে উঠেছে। তাই শিক্ষার পরিধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে সমস্ত বিষয়গুলো শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কিছু হল নিম্নরূপ—

১. শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy): বিভিন্ন দর্শন, দর্শনের লক্ষ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা এর মাধ্যমে জানা যায়। বিভিন্ন দর্শনের প্রভাবে শিক্ষা কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তাই শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য।

২. শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology): পৃথিবীতে প্রতিটি শিশু পৃথক এবং তাদের চিন্তন, মনন, বুদ্ধি, মনোযোগ, অনুরাগ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সমস্ত কিছু পৃথক— তা জানতে

সহায়তা করে এবং শিক্ষণ ও শিখনের স্বরূপকে বহুলাংশে এই শাখা পরিবর্তন করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

৩. শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিদ্যা (Educational Sociology): পৃথিবীতে আদিমকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি বিভিন্ন ধরনের সমাজ, সমাজের প্রকৃতি, তার সংস্কৃতি, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে আন্ত:নির্ভরতা জানতে সহায়তা করে এই শাখা।

৪. শিক্ষার ইতিহাস (History of Education): কিভাবে বিভিন্ন বিষয়, শাস্ত্রের উন্মেষ, অন্য বিষয়ের সাথে সংমিশ্রণ, বিভিন্ন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ও প্রকৃতি ইত্যাদি জানতে সহায়তা করে এই শাখা।

৫. শিক্ষাগত অর্থনীতি (Economics of Education): বিভিন্ন স্থানের আয়-ব্যয়, ক্রয় ক্ষমতা, উৎপাদন ইত্যাদি শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয় জানা যায় এবং পিতা মাতার আয় কিভাবে সন্তানের শিক্ষায় প্রভাব ফেলে, এছাড়াও বেসরকারী শিক্ষায় ও সরকারী শিক্ষায় খরচের তারতম্য ইত্যাদি এই শাখাটি জানতে সহায়তা করে।

৬. শিক্ষন পদ্ধতি (Method of Teaching): বিভিন্ন বিষয়ের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতি ভিন্ন হবে, শিক্ষণ পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, শিক্ষায় যাতে সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করে এই শাখা।

৭. শিক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন (Educational Management and Administration): শিক্ষণ-শিখনের

পরিবেশ কিভাবে শিখন উপযোগী রাখতে হবে, কিভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে, কিভাবে সবাইকে কাজের সমান সুযোগ দিতে হবে, কিভাবে পারস্পরিক আলাপআলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া যায়, কিভাবে কর্মীবৃন্দদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো রাখা যায় তা ব্যাখ্যা করে এই শাখা।

৮. শিক্ষামূলক মূল্যায়ণ (Educational Evaluation): প্রশ্নপত্র তৈরি, সমগ্র সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন, কিভাবে দুর্বল মাঝারি উচ্চ শিখন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যাবে, অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা কাদের জন্য করতে হবে, শিক্ষন পদ্ধতির কি কি পরিবর্তন করতে হবে, শিক্ষার্থীদের শিখনকে কিভাবে গুণগত করা যায় ইত্যাদি এই শাখা ব্যাখ্যা করে।

৯. শিক্ষায় সাম্প্রতিক সমস্যা (Problem in Contemporary Education): বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যা শিক্ষার গতিপথকে ব্যাহত করছে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নে কি কি বাধা ও কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং নতুন কি কি ধরনের সমস্যায় শিক্ষা সমস্যাগ্রস্থ হচ্ছে তার থেকে উত্তরণের কি কি উপায়— এসমস্ত কিছু জানতে এই শাখা সহায়তা করে।

১০) জনসংখ্যামূলক শিক্ষা (Population Education): এই শাখাটির দ্বারা জানতে পারা যায় বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার। শিক্ষার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে কিরূপ, শিক্ষা কিভাবে, জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে, শিক্ষিত

জনসংখ্যা ও অশিক্ষিত জনসংখ্যার জীবনধারার পার্থক্য, কিভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ার ধারণা শিক্ষিত জনসংখ্যা উপযুক্ত সম্পর্কে পরিণত করা যায় ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো।

১১. পরিবেশমূলক শিক্ষা (Environmental Education): পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারের তবে তার মধ্যে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ (কৃষ্টি , সংস্কৃতি ইত্যাদি) অন্যতম। শিক্ষার দ্বারা কিভাবে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও বসবাসযোগ্য রাখা যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখা যায় এসমস্ত কিছু আলোচনা করে এই শাখাটি।

১২. শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education): উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন কার্যই সম্পন্ন করা যায় না এবং শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রশিক্ষণ ব্যতীত বর্তমান সময়ে কল্পনাও করা যায় না। তাই প্রতিটি শিক্ষকের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার স্তরভেদে D.EL.Ed, B.Ed, M.Ed বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রচলিত রয়েছে। 'Pre - Service', 'In - Service' শিক্ষকদের জন্য কিভাবে এই প্রশিক্ষণ আরও গুণমান সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে যথার্থ আলোকপাত করে এই শাখা।

১৩. মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা (Mental Hygiens): জীবনে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন এবং সুস্থ মানসিকতার বিকাশের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণি থেকেই শুরু করা দরকার। বিভিন্ন ধরনের মানসিক অপসংগতি,

মানসিক রোগ ও তার প্রতিবিধানের পথ কি সে বিষয়ে এই শাখা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

১৪. শিক্ষামূলক পরিসংখ্যা (Statistics in Education): পরিসংখ্যা হল এমন একটি বিষয় যার দ্বারা কোন তথ্য অতিসহজেই বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপস্থাপন করা যায়। বিভিন্ন স্থানে, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে, শিক্ষার যাবতীয় তথ্য ইত্যাদির ব্যবহার এই শাখা দ্বারা অতি সহজেই করা যায়। ফলে তথ্য অনেক সহজে বিশ্লেষণ করা যায় ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এই শাখার দ্বারা করা সম্ভবপর হয়।

১৫. নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা (Moral and Value Education): মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পৃথিবীতে মানব সমাজের উন্নতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি সব থেকে বেশি হ্রাস পেয়েছে তা হল মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। ফলে মানুষ এসমস্ত কর্মের সাথে লিপ্ত হচ্ছে যা পৈশাচিকতাকেও হার মানায়। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করণের দ্বারা মানুষ শান্তি, ভালবাসা, অহিংসা ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

১৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education): সমাজের মূলস্রোত এথাকবে সবার সমান অধিকার রয়েছে এবং তাকে শিক্ষার দ্বারা সুনিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু শিক্ষার বাইরে থেকে যায় বিরাট পরিসংখ্যানে শিশু যার মধ্যে সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল শিশুরা রয়েছে, উপেক্ষিত মানসিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীরা এবং আশ্চর্যের বিষয় হল

উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন Gifted Children রাও বিদ্যালয়ে উপেক্ষিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তাই সমস্ত শিশু যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে তার প্রতিবিধানমূলক পথ এই শাখাটি দৃষ্টিপাত করে ।

১৭. শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা (Educational Technology): বর্তমানে শিক্ষন ও শিখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশদান এর ব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীদের আত্মসক্রিয়তাভিত্তিক স্বয়ংশিখনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার এই শাখা চূড়ান্ত শিখনের ধারণা বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলতে শেখায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক Software ও Hardware ব্যবহার করে।

১৮. শিক্ষায় নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Educational Guidance and Councelling): বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিষয়টি সবথেকে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা, অপসংগতি সমস্যামূলক আচরণ ইইত্যাদি।প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই প্রতিবছর একটি বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী এই সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিশাল সমস্যা শিক্ষার্থীদের আচরণের অসংলগ্নতা উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষার্থী হিসাবে জীবন কাটাতে পারে এসমস্ত বিষয়ে শিক্ষার এই শাখা আলোকপাত করে থাকে।

১৯. পাঠ্যক্রম চর্চা (Curriculum Studies): পাঠ্যক্রম হল একটি অত্যন্তগতিশীল বিষয় এবং এর উপর নির্ভর করেই

শিক্ষার বাকী তিনটি উপাদান যথাক্রমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবর্তিত হয়। তাই পাঠ্যক্রম তৈরির মূলনীতি সমূহ, পাঠ্যক্রমের প্রকারভেদ, পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনের শর্ত ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এই শাখা বিশ্লেষণ করে থাকে।

২০. পাঠ্যক্রমে ভাষা শিক্ষা (Language across the Curriculum): মানবসভ্যতার অগ্রগতির এক অন্যতম চাবিকাঠি হল ভাষা। ভাষার ব্যবহার মানব সভ্যতাকে এক আন্ত:সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হতে সহায়তা করেছে। তাই ভাষার প্রকৃতি ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, তার যথাযথ প্রয়োগ আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। যাতে মানব সভ্যতা আরোও গভীর আন্ত:সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

Reference Book

প্রকাশক অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ , ত্রিপুরা

Dr. Shanta Datta

Dr. Debabrata Bhattacharya